



শশিুদরে 'নোবেলে খ্যাত' আন্তর্জাতিক শশিু শান্তি পুরস্কার-২০২৬ এর জন্য মনোনীত হয্ছেনে সাতক্ষীরার সুদীপ্ত ও মুশফকি!

লখেক: প্রকাশক | প্রকাশতি: 30 September 2026, 11:15 PM | বিভাগ: সারাদশে



শশিুদরে 'নোবেলে খ্যাত' আন্তর্জাতিক শশিু শান্তি পুরস্কার-২০২৬ এর জন্য মনোনীত হয্ছেনে
সাতক্ষীরার তরুণ সমাজকর্মী সুদীপ্ত দবেনাথ (১৭) ও মুশফকি উর রহমান (১৭)।

শশিু সুরক্ষা, জলবায়ু ন্যায়বচার ও শকিষার প্রসারে কাজরে স্বীকৃতিস্বরূপ তারা এই মনোনয়ন পয়েছেনে।
সুদীপ্ত দবেনাথ ও মুশফকি উর রহমান সাতক্ষীরা সরকারি কলেজে দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত। সুদীপ্ত
দবেনাথ শহররে মাস্টারপাড়ার যামিনী কুমার দবেনাথ ও সজ্জুতি দবেনাথরে সন্তান এবং মুশফকি- উর-রহমান
শহররে কলেজে রোডরে মুনজতিপুর এলাকার বাসনিদা আমাদরে সময় ও মাছরাঙা টেলিভিশিনরে নজিস্ব
প্রতিবিদেক এবং সুজনরে জলো সম্পাদক মোস্তাফজির রহমান উজ্জল ও বারছাতুন নছো লাভলী দম্পতরি
বড় সন্তান।

উল্লেখ্য, নদোরল্যান্ডসরে আমস্টারডামে অবস্থতি শশিু সহায়তা ও অ্যাডভোকসেসিংস্থা কডিসরাইটস

ফাউন্ডেশন প্রত্যাশার বশিষ্ঠে বিভিন্ন দশে শিশুদের অধিকার রক্ষায় কাজ করা শিশুদের এই পুরস্কারের জন্য মনোনিবেশ দিয়ে থাকে।

গত চার বছর ধরে উপকূলীয় অঞ্চলে শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করছেন সুদীপ্ত ও মুশফকি। তারা বাল্যবিয়ে, শিশুশ্রম ও শিশুবাণিজ্যের মতো সামাজিক সমস্যার বিরুদ্ধে গ্রামীণ ও অনলাইন দুই মাধ্যমে সচেতনতা গড়ে তুলতে কাজ করছেন। তাদের উদ্যোগে একাধিক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ হয়েছে এবং অনেকে পরিবার শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

সুদীপ্ত ও মুশফকি অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ওয়েবিনার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্রচারণা ও ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে হাজারো মানুষের কাছে শিশু অধিকার সম্পর্কিত বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন। একইসঙ্গে মাঠপর্যায়ে কর্মশালা ও সম্প্রদায়ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। যখন শিশু সুরক্ষা, অনলাইন নিরাপত্তা ও শিক্ষার প্রতি উৎসাহ বাড়ানোর ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে।

মনোনিবেশ প্রসঙ্গে সুদীপ্ত দবেনাথ বলেন, 'আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়ে আমি ভীষণ আনন্দিত। শিশুদের নিয়ে কাজ করতে আমার ভালো লাগে। ভবিষ্যতে আরও কাজ করতে চাই।

মনোনিবেশ প্রসঙ্গে মুশফকি উর রহমান বলেন, "আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কারে মনোনীত হতে পরে আমি উচ্ছসিত ও আনন্দিত।

ভবিষ্যতেও শিশুদের অধিকার নিয়ে আরও কাজ করছে চাই।

এই মনোনিবেশ আমার দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিল।